

সিনিয়র রিপোর্টার | জাতীয় | 14 May, 2025

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় অর্ধলাখ শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)। সেজন্য, চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত যেসব পদে শূন্যতা তৈরি হবে, সেগুলোর হালনাগাদ তথ্য চেয়ে মাঠপর্যায়ের দপ্তরে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোটা না রাখার সম্ভাবনা থাকায় এটি নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে চাকরি প্রত্যাশীদের মধ্যেও।

সম্প্রতি ডিপিইর পলিসি ও অপারেশন বিভাগের সহকারী পরিচালক (নিয়োগ) কামরুন নাহারের স্বাক্ষর করা এক নির্দেশনায় দেশের সব জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের কাছে শূন্যপদের তথ্য চাওয়া হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের শূন্যপদের হালনাগাদ তালিকা প্রয়োজন। নির্ধারিত ছকে ২০ মের মধ্যে ই-মেইলের মাধ্যমে এসব তথ্য পাঠাতে হবে।

ডিপিই সূত্র বলছে, বর্তমানে সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৮ হাজার ৪৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ ফাঁকা রয়েছে। জুন মাস নাগাদ এই সংখ্যা ১০ থেকে ১২ হাজারে পৌঁছাতে পারে।

এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে থাকা ৩২ হাজার প্রধান শিক্ষকের পদও এবার পূরণের উদ্যোগ

নেওয়া হয়েছে। তবে এসব পদে সরাসরি নিয়োগ নয়, সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকেই পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

সাধারণ শিক্ষকতার বাইরে এবার বিশেষ বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেবে সরকার। ডিপিই জানিয়েছে, সংগীত এবং শারীরিক শিক্ষার জন্য ৫ হাজার ১৬৬টি নতুন পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এই নিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান ও সহশিক্ষা কার্যক্রম আরও কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, এবারের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে কোটা বাতিল করার চিন্তাভাবনা করছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এ বিষয়ে অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অতীতে কোটাসংক্রান্ত মামলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়েছে। তাই এবার কোটা পদ্ধতি বাতিল করে শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

তবে বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত নয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর